জঙ্গল সম্ভার

(প্রথম পর্ব)

জিজ্ঞাসা

কলকাতা ৯ ॥ কলকাতা ২৯

জঙ্গল মহল

বনজ গল্প সংকলন

উৎসর্গ

আমার বাবাকে,

যাঁর হাত ধরে প্রথমে বনে-পাহাড়ে গিয়েছিলাম ; এবং যাঁর উৎসাহ, আশাবাদ, অদম্য সাহস, রসবোধ এবং সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব আমাকে সর্বক্ষণ অনুপ্রেরণা জোগায় ;

এবং আমার মাকে,

যাঁর পিছুডাক না শুনে প্রথমে বনে-পাহাড়ে গিয়েছিলাম ; এবং যাঁর স্নেহ, মমতা ও আশীর্বাদ-সম্পৃক্ত অসীম কল্যাণকামনার পরিমণ্ডল আমাকে অনুক্ষণ ঘিরে থাকে।

জঙ্গল মহলে যা আছে

মগ্‌গর বুলানেওয়ালা

ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ করে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টার রেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে, শেষ সূর্যের ম্লান সোনালি ম্লানিমা ছড়ানো পাহাড়ে প্রান্তরে। উপর থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, হনুমানজীর মন্দিরে চূড়াও।

সে মন্দিরে পাশে উঁচু উঁচু বাঁশে বাঁধা লাল হনুমান ঝাণ্ডাগুলো দিনশেষের হাওয়ার পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে।

অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে গঙ্গা মাঈর গেরুয়া শান্ত ছবি।

একটু পরেই এখান থেকে দেখা যাবে সন্ধের ট্রেনটা ভুস্‌ভুস আওয়াজ করতে করতে বিন্ধ্যাচল স্টেশন থেকে বিরহী হয়ে চলে যাচ্ছে এলাহাবাদেব দিকে।

উপর থেকে ট্রেনটাকে দেশলাই-এর বাক্সর মত দেখাবে।

আমলকি গাছেদের তলায় শুয়ে একটু আরামে করছিলাম। সারা দুপুর পাহাড়ের উপরে উপরে এক ঝাঁক চিঁকারা হরিণের পিছনে রাইফেল কাঁধে ঘুরে একেবারে কুকুরের মত ক্লান্ত হয়ে গেছি। রাত নামলে, তারপরই নামব শিউপুরায় পাকদণ্ডী বেয়ে।

দিনের আলোয় শান্তিপ্রিয় ভক্তবৃন্দের চোখের সামনে দিয়ে রাইফেল কাঁধে একটা আকাট জান্তব নাস্তিকতার প্রতিমূর্তি হয়ে চলা-ফেরাটা অনেকেই আদপে পছন্দ করেন না যে তা জানা ছিল।

শুয়ে আছি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আর অন্য মনে এক ঝাঁক সোনালি চখাচখিকে গঙ্গার চরের উপর চক্রাকারে উড়তে দেখছি।

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল অনেক দূরে, পাহাড়ের উপরের প্রায় নেড়া মালভূমি বেয়ে একটি কালো বিন্দু এগিয়ে আসছে এদিকে।

উৎসুক হয়ে ঐ দিকেই চেয়ে রইলাম।

আস্তে আস্তে বিন্দুটি বড় হতে লাগল। বড় হতে হতে, সাইকেলে চড়া একজন মানুষ হয়ে গেল।